তারিখ ... 05 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

৩

৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২২শে ডিসেম্বর সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি প্রদান করেছে। এতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে বলা হয় যে একটি রাজনৈতিক দল ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে আসছে। তাঁরই সূত্র ধরে ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে ৮৬ সালের ২৬শে নবেম্বরের ঘটনার পর হতে শিবির ক্যাম্পাসে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা সহ্য করত না। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি করত। চাকসু নির্বাচনের পর আবার ক্যাম্পাসে নতুন প্রাণস্পন্দন শুরু হলে শিবির চাকসু আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে হামলা, অগ্নি সংযোগ ও বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা ছাত্র শিবিরের শিক্ষা বিরোধী কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যোগায়। তাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ১৭ই নবেম্বর হতে ভিসির পদত্যাগের দাবীতে শিবির একটানা ১২ দিন ভিসির কার্যালয়ে তালাবদ্ধ করে রাখে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে ১২ই ডিসেম্বর চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিশাল বিজয় মিছিলে '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধীরা ৯০-এ বিপ্লবী সাজে। তাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয় এই মর্মে ভিসি আলমগীর সিরাজুদ্দীনের বক্তব্যের পর একদল সশস্ত্র শিবিরকর্মী স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রত্যাহার করে তাকে পদত্যাগের দাবী জানায় এবং নাজেহাল করে। পরে ভিসি ঐদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অবরুদ্ধ অবস্থার বর্ণনদেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে ইসলামী ছাত্র শিবির এবং তার অঙ্গ সংগঠন সর্বপ্রথম ৬ই আগষ্ট ৭ দফা দাবী আদায়ের জন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের ২০ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। তারা ব্যর্থ ভিসি অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের পদত্যাগ চাই বলে একটানা শ্লোগান দেয়। উল্লেখ্য শিবিরের ৭ দফা দাবীর প্রথম ও অন্যতম মূল দাবী ছিল ১০ই মার্চ ও ২৮শে মে-৯০ তারিখের সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটি বাতিল করা। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক বর্ণনা দেয়া হয়। ২২শে ডিসেম্বরের দুঃখজনক মর্মন্তুদ ঘটনার পরে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে উপাচার্য সিণ্ডিকেটের জরুরী সভা ডাকেন এবং সিণ্ডকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে রাত আটটার মধ্যে সব ছাত্রদের ও তারপর দিন সকাল ১০টার মধ্যে সব ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মী ব্যতীত আর সব ছাত্র এই নির্দেশ অনুযায়ী হল ত্যাগ করে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা হল ত্যাগ করতে অস্বীকার করলে উপাচার্য পুলিশ প্রশাসনকে লিখিতভাবে সেদিন রাত ১০টার সময় জানান যে বেশকিছু ছাত্র সিন্ডিকেটের আদেশ অমান্য করে হলে অবস্থান করছে। তাদের তিনি হল ত্যাগে বাধ্য করার জন্য পুলিশকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। তার পরদিন রাত সাড়ে এগারটায় শিবির কর্মীরা ট্রেনযোগে পুলিশ প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সকল মহলের প্রতি আবেদন জানান।